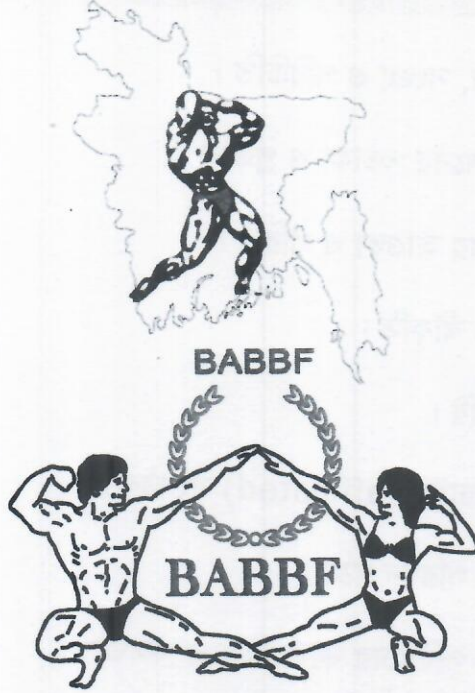


৬৯

ঃ বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহিম ঃ



গঠনতন্ত্র

বাংলাদেশ শরীরগঠন ফেডারেশন
BANGLADESH BODY BUILDING FEDERATION

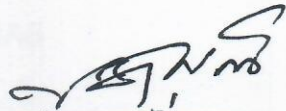
স্বাক্ষর



১

গঠনতন্ত্র
বাংলাদেশ শরীরগঠন ফেডারেশন

- ধারা-১ : শিরোনাম, সংজ্ঞা ও পরিচিতি।
- ধারা-২ : ফেডারেশনের পতাকা ও প্রতীক।
- ধারা-৩ : কার্যক্রমের আওতা ও পরিধি।
- ধারা-৪ : সংজ্ঞা ও স্বীকৃতি।
- ধারা-৫ : কার্যপরিধি।
- ধারা-৬ : এফিলিয়েটেড (affiliated) সংগঠন।
- ধারা-৭ : সাধারণ পরিষদ গঠন।
- ধারা-৮ : সাধারণ পরিষদের কার্যপরিধি ও ক্ষমতা।
- ধারা-৯ : সাধারণ নির্বাচন।
- ধারা-১০ : সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা।
- ধারা-১১ : কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন।
- ধারা-১২ : কার্যনির্বাহী সদস্যদের দায়িত্ব ও কার্যপরিধি।
- ধারা-১৩ : তহবিল পরিচালনা ও হিসাব নিরীক্ষা।
- ধারা-১৪ : উপ-কমিটি।
- ধারা-১৫ : গঠনতন্ত্র সংশোধন।
- ধারা-১৬ : সদস্যপদ বাতিল।
- ধারা-১৭ : শাস্তিমূলক ব্যবস্থা।
- ধারা-১৮ : শূন্যপদ পূরণ।
- ধারা-১৯ : সভার কোরাম।
- ধারা-২০ : জরুরি সভা।


মোঃ নজরুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক

ধারা-১

- ১.১ : **শিরোনাম, সংজ্ঞা ও পরিচিতি :**
 : **সংগঠনের নাম :**
 এই ফেডারেশন “বাংলাদেশ শরীরগঠন ফেডারেশন”/“Bangladesh Body Building Federation” নামে পরিচিত হবে।
- ১.২ : **সংক্ষিপ্ত নাম :**
 বাংলাদেশ শরীরগঠন ফেডারেশনের সংক্ষিপ্ত নাম হবে বি.এ.বি.বি.এফ (BABBF)
- ১.৩ : **সদর দপ্তর -** ফেডারেশনের সদর দপ্তর থাকবে ঢাকায়।
- ১.৪ : **মর্যাদা :**
 বি.এ.বি.বি.এফ বাংলাদেশের প্রধান এবং সর্বোচ্চ শরীরগঠন কর্মকাণ্ডের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবেচিত হবে।
- ১.৫ : **দাপ্তরিক ভাষা :**
 বাংলাদেশ শরীরগঠন ফেডারেশনের দাপ্তরিক ভাষা হবে বাংলা। তবে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করা হবে। দেশের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও প্রয়োজনবোধে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করা যাবে।
- ১.৬ : **ফেডারেশনের অর্থ :**
 এই গঠনতন্ত্রে বর্ণিত ও দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডে “ফেডারেশন” বলতে বাংলাদেশ শরীরগঠন ফেডারেশনকে বুঝাবে।
- ১.৭ : **এফিলিয়েটেড (affiliated) সংগঠনের অর্থ :**
 আওতাভুক্ত সংগঠন বলতে সরাসরি বি.এ.বি.বি.এফ -এর ক্রীড়া কর্মকাণ্ডের সাথে বৈধভাবে জড়িত গঠনতন্ত্রের ধারা-৬ -এ উল্লেখিত সংস্থা, ক্লাবসমূহকে বুঝাবে।
- ১.৮ : **সাধারণ পরিষদের অর্থ :**
 সাধারণ পরিষদ বলতে অত্র গঠনতন্ত্রের ধারা-৭ অনুযায়ী গঠিত সাধারণ পরিষদকে বুঝাবে।
- ১.৯ : **কার্যনির্বাহী পরিষদের অর্থ :**
 কার্যনির্বাহী পরিষদ বলতে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গণতান্ত্রিক উপায়ে ফেডারেশনের নির্বাহী কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য নিয়মতান্ত্রিকভাবে গঠিত কমিটি বুঝাবে।
- ১.১০ : **ফেডারেশন সদস্যদের অর্থ :**
 “সদস্য” বলতে কেবলমাত্র নির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যকে বুঝাবে।

ধারা-২

- : **ফেডারেশনের পতাকা ও প্রতীক :**
 বাংলাদেশ শরীরগঠন ফেডারেশনের নিজস্ব পতাকা এবং লোগো থাকবে। এই পতাকা এবং লোগো সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত থাকবে।

ধারা-৩

- : **কার্যক্রমের আওতা ও পরিধি :**
 সমগ্র বাংলাদেশের শরীরগঠন কার্যক্রম বাংলাদেশ শরীরগঠন ফেডারেশনের আওতাভুক্ত থাকবে।

ধারা-৪

- : **সংজ্ঞা ও স্বীকৃতি :**
 ৪.১ : এই ফেডারেশন আন্তর্জাতিক শরীরগঠন ফেডারেশন (IFBB), এশিয়ান শরীরগঠন ফেডারেশন, কমনওয়েলথ শরীরগঠন ফেডারেশন ও সাউথ এশিয়ান শরীরগঠন ফেডারেশন সহ অন্যান্য আঞ্চলিক শরীরগঠন সংগঠনের সাথে সংযোগ রক্ষা করবে এবং যথানিয়মে নিবন্ধন (affiliation) বজায় রাখবে।
- ৪.২ : এই ফেডারেশন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের স্বীকৃতি গ্রহণ করবে ও বজায় রাখবে এবং বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সাথে সম্পৃক্ততা বজায় রাখবে।
- ৪.৩ : এই ফেডারেশন খেলার সাংগঠনিক ধারাবাহিকতা বজায় রেখে যে কোন ক্রীড়া সংস্থাকে আওতাভুক্ত করতে পারবে।
- ৪.৪ : এই গঠনতন্ত্রের ক্রীড়া/খেলা বা ক্রীড়াবিদ/খেলোয়াড় বলতে শরীরগঠন ও শরীরগঠন

ধারা-৫

ঃ কার্যপরিধি :

বাংলাদেশ শরীরগঠন ফেডারেশনের নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম থাকবে :-

- ৫.১ : বাংলাদেশ শরীরগঠন ফেডারেশনের যাবতীয় কার্যক্রম সমগ্র বাংলাদেশে শরীর গঠন-এর প্রচার, প্রসার, উন্নয়ন, নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় করা।
- ৫.২ : আঞ্চলিক/আন্তর্জাতিক ফেডারেশন থেকে স্বীকৃতি গ্রহণ।
- ৫.৩ : জেলা ক্রীড়া সংস্থা ও অন্যান্য শরীর গঠন সংগঠনকে শরীরগঠনে স্বীকৃতি প্রদান।
- ৫.৪ : শরীরগঠন প্রশিক্ষণের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও কার্যক্রম তৈরী ও বাস্তবায়ন।
- ৫.৫ : শরীরগঠনের মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করা।
- ৫.৬ : জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতা, টুর্নামেন্ট ও প্রদর্শনী খেলার আয়োজন করা।
- ৫.৭ : আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা ও টুর্নামেন্টে জাতীয় দলের অংশগ্রহণ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।
- ৫.৮ : দরিদ্র ও কৃতি খেলোয়াড়দের কল্যাণে সম্ভাব্য মঞ্জুরি সহায়তা প্রদান করা।
- ৫.৯ : সংশ্লিষ্ট ক্রীড়া সংস্থা/সংগঠনসমূহকে সম্ভাব্য মঞ্জুরি সুবিধাদি প্রদান।
- ৫.১০ : খেলার উপর বই, পত্রিকা, স্বরণিকা প্রকাশ ও গ্রন্থাগার স্থাপন।
- ৫.১১ : জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্রীড়ার উপর সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আলোচনা শিবিরের ব্যবস্থা করা।
- ৫.১২ : ক্রীড়া সংস্থা/সংগঠন/ক্রীড়াবিদদের মধ্যে শৃঙ্খলার নিশ্চয়তা বিধান করা।
- ৫.১৩ : বিভিন্ন কমিটি ও উপ-কমিটি গঠন এবং ইহার কার্যপরিধি সুনির্দিষ্ট করে দেয়া।
- ৫.১৪ : উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক হতে পারে এমন প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন অথবা বাংলাদেশ সরকার অথবা সংশ্লিষ্ট খেলার আঞ্চলিক/আন্তর্জাতিক সংস্থার নির্দেশনাবলী পালন করা।
- ৫.১৫ : বাংলাদেশ শরীরগঠন ফেডারেশন নিজস্ব কর্মসূচীর মাধ্যমে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- ৫.১৬ : সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা পরিচালনার লক্ষ্যে বিচারকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক লাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থা করা।

ধারা-৬

ঃ এফিলিয়েটেড (affiliated) সংগঠন :

- ৬.১ : জেলা ক্রীড়া সংস্থা/বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা।
- ৬.২ : বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।
- ৬.৩ : বাংলাদেশ নৌবাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।
- ৬.৪ : বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।
- ৬.৫ : বাংলাদেশ রাইফেলস্ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।
- ৬.৬ : বাংলাদেশ পুলিশ ক্রীড়া পরিষদ।
- ৬.৭ : বাংলাদেশ আনসার-ভিডিপি ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।
- ৬.৮ : প্রতিটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড।
- ৬.৯ : কর্পোরেশনসমূহ।
- ৬.১০ : বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ।
- ৬.১১ : শরীরগঠন ক্লাবসমূহ।
- ৬.১২ : জাতীয় পর্যায়ের কোন সংস্থা যদি এই ফেডারেশনের এফিলিয়েশন পেতে আগ্রহী হয়, তবে তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে পরবর্তী কাউন্সিল অধিবেশনের অনুমোদন সাপেক্ষে উক্ত সংস্থাকে এই সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। এফিলিয়েশন ফি/বাৎসরিক চাঁদা কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত হারে এফিলিয়েটেড সংস্থাকে প্রদান করতে হবে।

ধারা-৭

- সাধারণ পরিষদ গঠন :
- ৭.১ : বাংলাদেশ শরীরগঠন ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদ নিম্নবর্ণিত প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত হবে :-
- ৭.২ : ধারা-৬ -এ বর্ণিত সংগঠনসমূহ হতে ভোটের হওয়ার যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম সংগঠন হতে একজন প্রতিনিধি (৬.১ হতে ৬.১২ পর্যন্ত)।
- ৭.৩ : শরীরগঠন বিচারক এসোসিয়েশনের একজন প্রতিনিধি
- ৭.৪ : শরীরগঠন প্রশিক্ষক এসোসিয়েশনের একজন প্রতিনিধি।
- ৭.৫ : নির্বাচনের অব্যবহিত পূর্বের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক।
- ৭.৬ : বাংলাদেশের কোন প্রতিনিধি সাফ, এশিয়ান অথবা আন্তর্জাতিক শরীরগঠন ফেডারেশনের নির্বাহী কমিটির সদস্য হলে তিনি তার মেয়াদকালীন সময় পর্যন্ত সাধারণ পরিষদের সদস্য থাকবেন।
- ৭.৭ : ফেডারেশনের সভাপতির পরামর্শক্রমে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক মনোনীত ৫(পাঁচ) জন প্রতিনিধি।

ধারা-৮

- সাধারণ পরিষদের কার্যপরিধি ও ক্ষমতা :
- ৮.১ : সাধারণ পরিষদের ৩ (তিন) ভাগের ২ (দুই) ভাগ সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে সংবিধানের যে কোন ধারার পরিবর্তন, পরিবর্তন বা বাতিল করা যাবে।
- ৮.২ : সাধারণ পরিষদ, কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক পেশকৃত বার্ষিক অডিট রিপোর্ট অনুমোদন করবে। সাধারণ সম্পাদক ফেডারেশনের কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন পেশ করবেন এবং কোষাধ্যক্ষ ফেডারেশনের বিগত বৎসরের হিসাব নিরীক্ষা সাধারণ পরিষদে অনুমোদনের জন্য পেশ করবেন।

ধারা-৯

- সাধারণ নির্বাচন :
- ৯.১ : প্রতি ৪ বৎসর অন্তর (কাউন্সিলর/ভোটের হওয়ার যোগ্যতা অর্জন সাপেক্ষে) কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন, সাধারণ পরিষদের সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে অনুষ্ঠিত হবে। সহ-সভাপতি, যুগ্ম-সম্পাদক এবং সদস্যদের জ্যেষ্ঠতা, ভোট প্রাপ্তির মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।
- ৯.২ : এফিলিয়েটেড সংস্থা/ক্লাব নির্বাচনের পূর্ববর্তী ৪ (চার) বৎসরের মধ্যে যে কোন ২ (দুই) বৎসর জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা সাপেক্ষে কাউন্সিলর/ভোটের হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবে।
- ৯.৩ : একজন প্রার্থী শুধুমাত্র একটি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন।
- ৯.৪ : কোন পদের জন্য একাধিক প্রার্থী সমান ভোট পেলে ঐ পদের জন্য পুনঃনির্বাচন হবে।
- ৯.৫ : নির্বাচন সিডিউল ঘোষিত হওয়ার অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে।
- ৯.৬ : ফেডারেশনের অনুরোধে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক গঠিত নির্বাচন কমিশন নির্বাচন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিধি ও উপ-বিধি প্রণয়ন করে নির্বাচন পরিচালনা করবে।
- ৯.৭ : নির্বাচন সংক্রান্ত সমস্ত ব্যয় ফেডারেশন কর্তৃক নির্বাহ করা হবে।
- ৯.৮ : নবনির্বাচিত কমিটির নিকট নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে পূর্ববর্তী পরিষদ সকল দায়িত্ব হস্তান্তর করবেন অন্যথায় ১৬ দিন থেকে নবনির্বাচিত কমিটি দায়িত্ব প্রাপ্ত হবে বলে গণ্য হবে।
- ৯.৯ : এই গঠনতন্ত্রের অন্যত্র নির্বাচন সম্পর্কে যে বিধান থাকুক না কেন, নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনবোধে সাধারণ সভা ব্যতিরেকেই নির্বাচন সম্পন্ন করতে পারবে।
- ৯.১০ : একটি নির্দিষ্ট স্থানে আহ্বান পূর্বক নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে।

ধারা-১০

- সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা :
- ১০.১ : প্রতি ডিসেম্বর মাসের মধ্যে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে অথবা কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করবে।
- ১০.২ : সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভার একমাস পূর্বে সভার বিজ্ঞপ্তি জারী করতে হবে।
- ১০.৩ : কার্যনির্বাহী পরিষদ সাধারণ পরিষদে অংশগ্রহণকারীদের তালিকা গঠনতন্ত্র মোতাবেক তৈরী লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগ, জেলা ক্রীড়া সংস্থা/ক্লাব থেকে প্রতিনিধির নামের তালিকা সংগ্রহ ও প্রণয়ন (নাম ও পদবীসহ) বার্ষিক সাধারণ সভার একমাস পূর্বে সম্পন্ন করতে হবে।
- ১০.৪ : সাধারণ পরিষদের কার্যকাল হবে ৪ (চার) বছর।

ধারা-১১

ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন :

সভাপতি	- ০১ জন	(সরকার কর্তৃক মনোনীত)
সহ-সভাপতি	- ০৪ জন	(নির্বাচিত)
সাধারণ সম্পাদক	- ০১ জন	(নির্বাচিত)
যুগ্ম-সম্পাদক	- ০২ জন	(নির্বাচিত)
কোষাধ্যক্ষ	- ০১ জন	(নির্বাচিত)
সদস্য	- ১৪ জন	(নির্বাচিত)
সদস্য	- ০২ জন	(০২জন সদস্য জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক মনোনীত)
মোট = ২৫ জন		

১১.১ : সভাপতি সরকারী বিধি মোতাবেক মনোনীত/নির্বাচিত হবেন। অন্যান্য পদসমূহ সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করা হবে।

৯.২ : কমিটির মেয়াদ ৪ (চার) বৎসর।

ধারা-১২

ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের দায়িত্ব ও কার্যপরিধি :

১২.১ : সভাপতি :

সভাপতি উপস্থিত থেকে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা, বিশেষ সভা ও বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করবেন। উপ-কমিটির যে কোন সভায় সভাপতিত্ব করতে পারবেন। কোন বিতর্কিত বিষয়ে সমতা দেখা দিলে তিনি কাণ্ডিং ভোট প্রদান করতে পারবেন। তিনি জরুরী বিষয়ে সাধারণ সম্পাদকের সাথে আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন এবং পরবর্তীতে তা কার্যনির্বাহী কমিটিতে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবেন।

১২.২ : সহ-সভাপতি :

সভাপতির অনুপস্থিতিতে, জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সহ-সভাপতি সভায় সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। সভাপতিকে তাঁর সকল প্রকার কর্মকাণ্ডে সাহায্য-সহযোগিতা করবেন।

১২.৩ : সাধারণ সম্পাদক :

সাধারণ সম্পাদক সভাপতির সাথে আলোচনাক্রমে বার্ষিক সাধারণ সভা, বিশেষ সভা, কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বান এবং সভার কার্যবিবরণী সংরক্ষণ করবেন। তিনি সভার সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকর ও বাস্তবায়ন করবেন। তিনি গঠনতন্ত্র ও নিয়মাবলী প্রয়োগ করবেন। ফেডারেশনের পক্ষ হতে তিনিই চিঠিপত্র আদান-প্রদান করবেন। তিনি নথিপত্র সুশৃঙ্খলভাবে নিরাপদে সংরক্ষণ করবেন। তিনি গঠনতন্ত্রের অন্যান্য উল্লিখিত অথবা ফেডারেশনের প্রশাসনিক প্রয়োজনে সকল দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি তাঁর যে কোন দায়িত্ব যুগ্ম-সম্পাদকদ্বয়ের উপর ন্যস্ত করতে পারবেন। তিনি বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন এবং ব্যয় অনুমোদন করবেন। তিনি শরীরগঠন বিচারকদের লাইসেন্স প্রদান করবেন।

১২.৪ : যুগ্ম-সম্পাদক :

যুগ্ম-সম্পাদক সাধারণ সম্পাদককে তাঁর কার্যে সহায়তা প্রদান করবেন এবং কার্যনির্বাহী পরিষদ বা সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক মৌখিক/লিখিতভাবে আরোপিত দায়িত্ব পালন করবেন। সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তাঁর দায়িত্বসমূহ জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পালন করবেন। যুগ্ম-সম্পাদকদ্বয় ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত সংগঠনসমূহের সাথে সুন্দর সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১২.৫ : কোষাধ্যক্ষ :

কোষাধ্যক্ষ আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখবেন এবং কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত অডিট রিপোর্টের বিবরণ বার্ষিক সাধারণ সভায় পেশ করবেন। তিনি যথারীতি রশিদ প্রদান পূর্বক সমস্ত প্রাপ্য অর্থ গ্রহণ করবেন এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে সমুদয় অর্থ নির্ধারিত ব্যাংকে গচ্ছিত রাখবেন।

তিনি সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক অনুমোদিত বিল ও ভাউচারসমূহের টাকা সময়মত পরিশোধ করবেন। অনুমোদিত কার্যকলাপের জন্য তিনি অগ্রিম অর্থ প্রদান করতে পারবেন। তিনি হিসাব, নথিপত্র নিরাপদে সংরক্ষণ করবেন। তিনি ফেডারেশনের হিসাব ও অর্থ সংক্রান্ত সকল কার্যাদি সম্পন্ন করবেন।

১২.৬ : সদস্যবৃন্দ :

সদস্যবৃন্দ সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক ও কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক আরোপিত সকল দায়িত্ব সততা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করবেন।

— *স্বাক্ষর*

- ধারা-১৩ : **তহবিল পরিচালনা, হিসাব এবং নিরীক্ষা :**
- ১৩.১ : সরকার, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও জাতীয় অলিম্পিক কমিটি হতে প্রাপ্ত অনুদান পৃষ্ঠপোষক, ব্যক্তি বা সংস্থা হতে প্রাপ্ত চাঁদা/টাকা টিকেট বা বিজ্ঞাপন লব্ধ হতে প্রাপ্ত অর্থ এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থার বাৎসরিক চাঁদা ও এফিলিয়েশন ফি হবে ফেডারেশনের তহবিলের উৎস। চ্যারিটি শো, ক্রীড়া (শরীরগঠন) লটারী এর মাধ্যমে তহবিল গঠন করা যাবে।
- ১৩.২ : ফেডারেশনের সকল তহবিল যে কোন একটি তফসীলি ব্যাংকে রাখা হবে। ব্যাংকের হিসাব সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ এই তিন জনের যে কোন দুই জনের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।
- ১৩.৩ : ফেডারেশনের দৈনন্দিন কাজের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অর্থ অফিসের ক্যাশে রাখা যাবে। তবে জাতীয় প্রতিযোগিতা, জাতীয় প্রশিক্ষণ শিবির, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বা বিশেষ প্রয়োজনে কার্যকরী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে টাকার পরিমাণ বেশী হতে পারে।
- ১৩.৪ : ঐ ধরনের অনুষ্ঠান শেষে ফেডারেশন কার্যনির্বাহী পরিষদের পরবর্তী সভায় খরচকৃত অর্থের হিসাব অনুমোদন করাতে হবে।
- ১৩.৫ : প্রতি অর্থবৎসর শেষে সরকার অনুমোদিত নিরীক্ষা ফর্ম কর্তৃক ফেডারেশনের আয়-ব্যয় নিরীক্ষা করে নির্বাহী পরিষদের অনুমোদন নিতে হবে।
- ১৩.৬ : শরীরগঠন ফেডারেশনের অর্থবৎসর ০১ জুলাই হতে ৩০ জুন পর্যন্ত গণ্য করা হবে।
- ধারা-১৪ : **উপ-কমিটি :**
- বাংলাদেশ শরীরগঠন ফেডারেশনের নির্বাহী কমিটি ফেডারেশনের যাবতীয় কার্যক্রম এবং খেলাধুলা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপ-কমিটি গঠন, তাদের কার্যপরিধি নির্ধারণ এবং প্রয়োজনীয় বিধানাবলী প্রণয়ন করে দিবে।
- ধারা-১৫ : **গঠনতন্ত্র সংশোধন :**
- ১৫.১ : সাধারণ পরিষদের সভায় উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে গঠনতন্ত্র সংশোধন করতে হবে।
- ১৫.২ : সংশোধনী প্রস্তাব কার্যনির্বাহী কমিটির কাছে প্রেরণ করতে হবে। পরবর্তীতে নির্বাহী কমিটির সভায় অনুমোদিত হলে তা সাধারণ সভায় উপস্থাপন করতে হবে। এই সংশোধনী প্রস্তাব অন্ততঃপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে কাউন্সিলরদের নিকট প্রেরণ করতে হবে।
- ১৫.৩ : যুক্তিসংগত কারণ থাকা সত্ত্বেও নির্বাহী কমিটি কর্তৃক সংশোধনী প্রস্তাব অনুমোদিত না হলে সেক্ষেত্রে বার্ষিক সাধারণ সভায় সংশোধনী প্রস্তাব আনা যাবে।
- ধারা-১৬ : **সদস্যপদ বাতিল :**
- কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন সদস্য পূর্ব যোগাযোগ বা অনুমতি ব্যতীত যদি পরপর তিনটি কার্যকরী সভায় অনুপস্থিত থাকেন, সেক্ষেত্রে কার্যকরী পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতিতে তাঁর সদস্যপদ বাতিল করা এবং তাঁর স্থলে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত (কো-অপ্ট) করা যাবে। তবে তৃতীয় সভায় অনুপস্থিতির সাথে সাথে সাধারণ সম্পাদক লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে জানাবেন।
- ধারা-১৭ : **শাস্তিমূলক ব্যবস্থা :**
- ফেডারেশনের কোন সদস্য যদি তহবিল তহরুপ করেন, ফেডারেশনের স্বার্থ বিরোধী কিংবা রাষ্ট্র বিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হন সেক্ষেত্রে তিনি সদস্যপদ হারাবেন। এমনকি প্রয়োজনে (যদি কার্যকরী পরিষদ মনে করে) তাঁর বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনানুগ ব্যবস্থাও ফেডারেশন গ্রহণ করতে পারবে।
- ধারা-১৮ : **শূন্যপদ পূরণ :**
- ১৮.১ : পদত্যাগ, মৃত্যু, দেশত্যাগ বা আদালত কর্তৃক শাস্তি প্রাপ্তির কারণে যদি যথাক্রমে সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম-সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের পদ শূন্য হয় সেক্ষেত্রে পরবর্তী নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত কার্যকরী পরিষদের সদস্যদের মধ্য হতে উক্ত শূন্যপদ পূরণ করা যাবে। একই কারণে যদি সদস্যের পদ শূন্য হয় সেক্ষেত্রে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে কার্যকরী পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতিতে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত (কো-অপ্ট) করা যাবে।

ধারা-১৯ : সভার কোরাম :

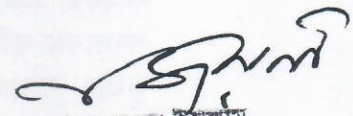
- ১৯.১ : নূন্যতম পক্ষে প্রতি তিন মাস অন্তর কার্যকরী পরিষদের সভা একবার অনুষ্ঠিত হবে।
- ১৯.২ : কার্যকরী পরিষদের সভার নোটিশ কমপক্ষে ৭ (সাত) দিন পূর্বে জারী করতে হবে।
- ১৯.৩ : মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে সভার কোরাম ধরা হবে।

ধারা-২০ : জরুরি সভা :

- ২০.১ : জরুরি সভার ক্ষেত্রে নূন্যতম পক্ষে ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার নোটিশ প্রদান করতে হবে।
- ২০.২ : জরুরি সভায় কোন কোরাম প্রয়োজন হবে না। যে কোন সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতিতে জরুরী সভা পরিচালনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে।

সমাপ্তি




মোঃ নজরুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ শরীরগঠন ফেডারেশন